দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 JUL 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

কারিগরি শিক্ষা

শিক্ষামন্ত্রী জনাব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী রোববার বলেছেন, সম্পদের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করতে পারি না বলেই আমাদের দেশে দারিদ্র্য এত প্রকট। তিনি বলেন, উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাবে আমরা আমাদের সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে পারছি না। দেশের কারিগরি কলেজসমূহের অধ্যক্ষদের তিনদিনব্যাপী এক সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে জনাব বদরুদ্দোজা চৌধুরী একথা বলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি কারিগরি শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী দুঃখ করে বলেন যে, বাংলাদেশী টেকনিশিয়ানরা বিদেশে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিলেও স্বদেশে তারা ততটা দক্ষতার পরিচয় দেন না।

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, দেশে শিল্পায়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মস্থানের অবকাঠামো গড়ে তুলতে কারিগরি শিক্ষার বিপুল আয়োজন দরকার। যদিও দেশে উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থারও অপরিহার্য প্রয়োজন রয়েছে। তবে সবাই উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পায় না এবং সকলেই উচ্চতর সাধারণ শিক্ষায় যেতেও চায় না। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পর্যায়ে যথা এসএসসি পাসের পর শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাপক কারিগরি শিক্ষার আয়োজন করতে পারলে দেশের সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হত। জনাব বদরুদ্দোজা চৌধুরী আমাদের সৌরশক্তি, গ্যাস, পানি ও সমুদ্র সম্পদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এসব সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলেও আমরা এতটা দরিদ্র থাকতাম না এবং কারিগরি জ্ঞানের অভাবে আমরা তা করতে পারি না।

দেশের অভ্যন্তরে বিপুলসংখ্যক টেকনিশিয়ানের যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন তরুণদের জন্য বিদেশেও বিপুল পরিমাণ কর্মের সংস্থান করা সম্ভব। তা থেকে আয় হতে পারে বৈদেশিক মুদ্রা।

এ ছাড়া, দেশে যদি কারিগরি জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো সম্ভব হয়, তাহলে টেকনিশিয়ানরা নিজেরাই নিজেদের কর্মের সংস্থান করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে টেকনিশিয়ানদের ছোটখাট কারখানা বা মেরামতি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য ঋণ দেবার কথাও চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। টেকনিশিয়ানদের মেধা ও দক্ষতার যথাযথ মূল্যায়ন করা হলে তাদের কর্মোদ্যম বাড়বে বলে বিশ্বাস করি।